A COMPLETE LIST AND COPIES OF PUBLICATIONS

CHITTAGONG MERIDIAN AGRO INDUSTRIES LIMITED

(Annexure B)

Agro

Oif4~1_<fc<tSt't

25-06-2019

~ IJJfflffb?wf ,£/W'Rf <LJ<fSfiJ ~ cw<fiT{/ C<fT<ISW ~ WP! I ——)~ ~
f!J/l,T/ ~

=:t~t>J/.q W<:'f:ffeWT, ~'ifr?f W9fvr?f ~ <IT'ifPr lJffeit<Pc&f?l

~cqficr 'STIC\!>~ ~IC~~ ~~~ R~ 911~C~

সাইফুল আলম ■

R3"! 9IT<l'GJ ~ ~ ~ ~
<llf~ ~ mR3iic'31 m'<l R~ ~
~ m C"iM rl'l'll ~ ~
~?fTl'i'C"1"il" '>lfinn'l ~ ~ ~ 't;.:i
~ mc<l "q"C<'[~
,r~~ l~ ~ '1TrtT <P<'!"
~~ ~ ,r~fui"m ——. ~
IJI'IJ <lfCf ~ <!)~• ~~ 'l!IIJlf ,f•—Cf
~~ ~'>R <RI~ <ll~ <l'l~
~~~ ~ 1'f1iNJM<ll M1! ~

'8~ <l)l9f<ll" ~~~'8 'JPIT'Sf ~
?i(<l'
~~~'Sf\S<ll~~~
'>fT\Sm~~ lfre, ~ R3"! ~ ~
<fW ~ ~ ~ofmro C<IM ~
~ ~ !!IIT<lfl1 ~ ?fP'TT'>ITM
.2!1ru<l> ~ ~ DTin'8 <IT'lll'i ~
~ .mnrr:l:(J ~ C<lfilr ~
<IT'>flrf ~ <ll"1il<l!Crtil <'IPITTT ~
~~~~~~'&~
~ ~ <!l'<llTl~ <ll'!flrl ~ ~
• ell~ 91'5Rr ~~ ~-
~~~~~~

বিদেশি জাতের আমের নীরব বিপ্লব পাহাড়ে

প্রথম আলো বাংলাদেশ

আমের রাজ্যে...

আশরাফ উল্লাহ | আপডেট: ০১:০৩, জুন ০৮, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

চারদিকে আম আর আম। আমের ভারে ছোট্ট গাছের ত্রাহি অবস্থা। এই বুঝি ভেঙে পড়ল। পাঁচ-ছয় ফুটের এক একটি গাছে ডালভর্তি আম। এ রকম একটি-দুটি নয়, হাজারো। বাতাসেও আমের মিষ্টি সুবাস। জ্যৈষ্ঠ মাসের এমন দিনের অপেক্ষা এখানকার মানুষগুলোর। সারা বছরের পরিচর্যা শেষে ফল তোলার এই তো সময়। মহাআনন্দে ফল তুলছেন তাঁরাও। কেউ গাছ থেকে আম পাড়ছেন, কেউ খাঁচায় ভরছেন। আরেক দল আম নিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ের চূড়ার শেডে। সেখানে চলছে ধোয়া-মোছা। রাজ্যের ব্যস্ততা। দম ফেলার ফুরসত নেই। এই আমের রাজ্য বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের কেঁয়াজুপাড়ায়।

আমের দিনে আমের রাজ্যে

দিনটি ছিল ১ জুন। সকাল থেকে এই মেঘ এই বৃষ্টি। এর মধ্যেই চট্টগ্রাম শহর থেকে যাত্রা শুরু। সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া আমিরাবাদ স্টেশন থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের লামার কেঁয়াজুপাড়ার পথ ধরার পর ঝুম বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। মনে মনে ভাবলাম কী যে হবে। আদৌ কি বাগান পর্যন্ত যেতে পারব? পুটিবিলার শেষ প্রান্তে এসে দেখলাম রাস্তার ওপর পড়ে আছে গাছের একটি ডাল। আমাদের গাড়ির আগে একটি মিনি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। চালক কোনোমতে পাশ কাটিয়ে গাড়ি বের করেন। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এরপর যতই সামনে এগোচ্ছি আকাশ তত পরিষ্কার। কেঁয়াজুপাড়া বাজারে যখন নামছি তখন একেবারে কড়া রোদ। ঘড়ির কাঁটায় ১০টার একটু বেশি। বাজারের লাগোয়া মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের কার্যালয়ে ২০ মিনিটের বিরতি। চায়ে চুমুক দিতেই দীর্ঘ পথের ক্লান্তি নিমেষে উধাও। এবার আসল কাজ। বাগানে ঘোরা। আমার সঙ্গী হলেন বাগানের ব্যবস্থাপক হরিমোহন দাশ। কার্যালয় থেকে এক শ ফুটের দূরত্বে বাগান। উঁচু-নিচু পাহাড়ে সারি সারি আমগাছ। আর তাতে ফলের বাহার।

রাসায়নিকমুক্ত রাখতে...

বাগানে দেখা গেল প্রতিটি গাছে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (ফেরোমেন সেক্স) পদ্ধতির ব্যবহারর। আমের পোকা দমনে কীটনাশক নয়, এই পদ্ধতির ওপরই ভরসা। তা ছাড়া আম গাছ থেকে তোলার পর ভালোমতো মুছে হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ব্যবহার করে বাড়ানো হচ্ছে আমের আয়ুষ্কাল।

বাগানের ব্যবস্থাপক হরিমোহন দাশ জানান, হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি মূলত নির্দিষ্ট মাত্রার গরম পানি দিয়ে আম ধুয়ে নেওয়া। এতে আমের গায়ে থাকা জীবাণু মরে যায়। সহজে পচে না। গুণাগুণও থাকে অটুট। ফলে আমে কোনো ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার থাকে না। মেরিডিয়ান অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের উপব্যবস্থাপক আবুল হোসেন জানান, শুধু রাসায়নিকের ব্যবহার না করার জন্য প্রতি মৌসুমে উৎপাদিত আমের ৩০ শতাংশ নষ্ট হয়। যার মূল্য দাঁড়ায় ৪০ থেকে ৪৫ লাখ টাকা।

পাহাড়ের টানে

শুরুতে শখের বশে ১৫০ একর পতিত পাহাড় নিয়ে বাগান করেন মেরিডিয়ান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম কামাল পাশা। সালটা ছিল ১৯৯৫। পতিত জঙ্গল সাফসুরত করে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তা ছাড়া এখনকার মতো রাস্তা তো ছিল না। পদে পদে ছিল ভোগান্তি। তার পরও দমে যাননি। কিছুদিন পর তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন স্ত্রী কোহিনূর কামাল। তিনি বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। স্বামী-স্ত্রী মিলে এগিয়ে চললেন। ১৯ বছরের ব্যবধানে ১৫০ হলো ৮০০ একর। তাঁদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে আম্রপালির চাষ। এখান থেকে প্রতিবছর চারাও বিক্রি হয়। আর তাদের বাগানের রাসায়নিকমুক্ত আমের খ্যাতি ছড়াল চট্টগ্রামজুড়ে।

পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন রেখে আম ও রাবার চাষের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে জন্য ২০১১ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি। মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান কোহিনূর কামাল বলেন, 'শখের বশে ২০০০ সালে আমরা আম চাষ শুরু করি। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে। এ ছাড়া থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের কারিগরি সহযোগিতায় সারা বছর আম বাজারজাত করার প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আমাদের সেমি-অর্গানিক বাগানকে সম্পূর্ণ অর্গানিক এ রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।'

আম-কাঁঠাল কত-কী

বাগানের বেশির ভাগ অংশজুড়ে আছে আম্রপালি জাতের আম। এই আমের আঁটি ছোট। খেতেও ভারি মিষ্টি। শুধুই কি আম্রপালি, রয়েছে মল্লিকা, রাংগুয়াই, ফনিয়া, হিমসাগর, থাই জাতের নামদকমাই, কাঁচামিঠা, ব্যানানা, সোনালি ও সুন্দরী। তবে সাড়ে ১০ হাজার আমগাছের মধ্যে আম্রপালিই আছে সাত হাজার ৩০০। আর থাই জাতের আম আগাম বাজারে এসেছে। মে মাসের শেষ দিক পর্যন্ত এগুলোর ফলন তোলা হয়। এখন চলছে আম্রপালি আর মল্লিকা। ফলন সম্পর্কে জানতে চাইলে বাগান ব্যবস্থাপক জানান, এবার ১৫০ টনের কাছাকাছি হবে।

আমের পাশাপাশি চাষ হয় রাবারও। এ ছাড়া কাঁঠাল, লিচু, সফেদা, দারুচিনি, কাজুবাদাম, পেঁপে, কামরাঙা, গাব, বেল, এলাচি, থাই জামরুল—এসবও রয়েছে বাগানে।

কোটি টাকার আম!

লামার কেঁয়াজুপাড়ায় বাগানে আম পাড়ছেন শ্রমিকেরা ● প্রথম আলো

আশরাফ উল্লাহ, লামা থেকে ফিরে ●

উঁচু উঁচু পাহাড়। শান্ত নির্জন। সবুজের বিস্তার। ঢাল-চূড়ায় সারি সারি আমগাছ। গাছে থোকায় থোকায় আম। কোনো কোনোটি ফলভারে নুয়ে পড়েছে। বাঁশের ঠেস দিয়ে রক্ষা। গাছতলায়ও পড়ে আছে আম। চারপাশে শুধু আম আর আম। বাতাসে তার মিষ্টি সুবাস।

বান্দারবানের লামার সরই ইউনিয়নের কেঁয়াজুপাড়ায় এই আমরাজ্যটি গড়ে তুলেছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেরিডিয়ান অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ। পতিত পাহাড়ের জঙ্গল সাফসুরত করে ফলের বাগান গড়ে পাল্টে দিয়েছে লামার প্রত্যন্ত এই জনপদের চেহারা। বাগানে চাষ হচ্ছে আম্রপালি, মল্লিকা, রাংগুয়াই, ফনিয়া, থাই জাতের—নামডাকমাই, কাঁচামিঠা, ব্যানানা। তবে বাগানের ৮০ শতাংশ গাছই আম্রপালির। সারা চট্টগ্রামে আম্রপালির জন্য সুখ্যাতি বাগানটির। প্রতিবছর বাড়ছে ফলন। এবার এক থেকে দেড় কোটি টাকার আম উৎপাদিত হবে বলে আশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

শুরুর কথা : সময়টা ১৯৯৫। লামার কেঁয়াজুপাড়ায় প্রায় ১৫০ একর পাহাড়ে প্রথম আবাদ শুরু করলেন মেরিডিয়ান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম কামাল পাশা। তখন লামা আসাটা রীতিমতো যুদ্ধজয়ের মতো। কাঁচা রাস্তায় আটকে যেত গাড়ি। বর্ষায় তো আসা-যাওয়ার জন্য দিতে হতো কাদার সাগর পাড়ি! কেঁয়াজুপাড়ার দুই কিলোমিটার আগে গাড়ি রেখে হেঁটে যেতে হতো। তার পরও দমে যাননি তিনি।
এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

১ম পৃষ্ঠার পর

কোটি টাকার আম!

শুরুতে রোপণ করেন রাবারগাছ। ফলও ভালো হয়। আগ্রহ বাড়ে। কিন্তু যোগাযোগব্যবস্থার কথা মাথায় এলে সব ছেড়েছুড়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করত। এবার কামাল পাশার সঙ্গে যোগ দেন তাঁর স্ত্রী কোহিনুর কামাল। তিনি বর্তমানে কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তির এ মানুষটির কারণে সরে আসা হয়নি লামা থেকে। কষ্ট স্বীকার করে এগিয়ে যান। ২০০৪ সালে পাহাড়ে লাগান আম্রপালি। তিন বছর পর ফলন আসে। লামা থেকে আম শহরে বাজারজাত করেই বাজিমাত। সুমিষ্ট আম্রপালি নজর কাড়ে সবার। সেই ১৫০ একরের বাগান প্রায় ৮০০ একরে ঠেকেছে। রয়েছে প্রায় ১০ হাজার আমগাছ। রাবারগাছ আছে প্রায় ১৩ হাজার। এ ছাড়া রয়েছে কাঁঠাল, সফেদা, লিচু, মালটা, কমলা, আতা, গাব, কুল, জলপাই, পেঁপে, কলা, থাই জামরুল, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতির গাছও।

বাগানে একদিন : ২৪ জুন। সাত সকালে চট্টগ্রাম শহর থেকে যাত্রা শুরু। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়ার আমিরাবাদ হয়ে পূর্ব দিকে ১৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কেঁয়াজুপাড়া। বাজারের পাশে মেরিডিয়ানের কার্যালয়। কার্যালয়ে প্রধান ফটকের পাশে গাছে ঝুলছে আম্রপালি আম। অবশ্য তা বাগানের নমুনা মাত্র। তার পাশে আমগাছের চারা খেত। কার্যালয় থেকে ১০০ গজের দূরত্বে বাগান। হেঁটে কাঁচা রাস্তা ধরে বাগানে পৌঁছি সকাল ১০টার দিকে। রোদের তেজ নেই। সঙ্গে হালকা বাতাস। বাগানে ঢুকতে চোখে পড়ল সাত-আটজনের একটি দল আম পাড়ার কাজে ব্যস্ত। কেউ গাছে উঠে, কেউ নিচ থেকে আম পেড়ে খাঁচি ভর্তি করছেন। খাঁচিভর্তি আম চলে যাচ্ছে চূড়ার বিশাল শেডে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, শ্রমিকেরা গাছ থেকে পেড়ে আনা আম মুছে খাঁচিভর্তি করছেন শহরে পাঠানোর জন্য। রয়েছে 'হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট'। এ পদ্ধতির মাধ্যমে আমের গায়ে থাকা জীবাণু রোধ ও আয়ুষ্কাল বাড়ানো হয়।

বাগান ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ও কোম্পানির উপব্যবস্থাপক শহীদুল ইসলাম জানান, বাগানের ফল রাসায়নিকমুক্ত রাখতে কীটনাশক কিংবা কোনো ধরনের স্প্রে ব্যবহার করা হয় না। গাছে দেওয়া হয় বেশির ভাগ জৈব সার। এ ছাড়া আমের মুকুল আসার পর থেকে সমন্বিত বালাইদমন ব্যবস্থাপনা। ফলে আম থাকে সম্পূর্ণ রাসায়নিকমুক্ত। তিনি জানান, এবার বাগানে আম উৎপাদন হবে ১৮০ থেকে ২০০ টন।

বাড়ছে চাষ : মেরিডিয়ানের দেখাদেখি লামাসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে আম্রপালির চাষ বাড়ছে। প্রতিবছর এখান থেকে চারা বিক্রি হয় প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার। চাষ বাড়ছে, ফলনও আসছে। কিন্তু কেনার মানুষ কম। সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে চাহিদা থাকলেও বিক্রেতা ও আড়তদারদের আগ্রহ নেই।

শহীদুল ইসলাম বলেন, 'বান্দরবান কিংবা চট্টগ্রামের ফলের আড়তদাররা আমাদের আম কিনতে চান না। কারণ, আম্রপালি মিষ্টি বেশি। আম্রপালি বিক্রি করলে রাজশাহীর আম ক্রেতারা কিনতে চাইবে না। তা ছাড়া কোনো রাসায়নিক না থাকায় আমাদের আম তিন দিন পর পচা শুরু হয়। অন্য স্থানের আম বেশি দিন থাকে।'

লামা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, ফল পাকানোর জন্য তাঁরা কোনো রাসায়নিক ব্যবহার করে না। তা ছাড়া মেরিডিয়ানের দেখাদেখি পাহাড়ে বাণিজ্যিকভাবে আম বাগান করতে এগিয়ে আসছেন আরও অনেকে। এটা অত্যন্ত ভালো দিক।

Daily Protom Alo
Date: 27.06.2013
Alokito Chottogram

সাক্ষাৎকার

বান্দরবানে ফল প্রক্রিয়াজাত কারখানা গড়ে তোলা দরকার

কোহিনূর কামাল, নারী উদ্যোক্তা

আলোকিত প্রতিবেদক

ছিলেন গৃহবধূ, এখন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। দুই হাতে সামলাচ্ছেন কোটি টাকার কারবার। তিনি নারী উদ্যোক্তা কোহিনূর কামাল। দায়িত্ব পালন করছেন মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বারের পরিচালক হিসেবে। সম্প্রতি তাঁর কার্যালয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

বান্দরবানে পাহাড়ে গড়ে তুলেছেন আম-রাবারের রাজ্য। ফলও পাচ্ছেন হাতে হাতে। সাফল্যের অপর পিঠে সমস্যা মোকাবিলা করেছেন কেমন? বললেন, 'শুরুতে বিপাকে পড়ি উৎপাদিত আম নিয়ে। এত আম কোথায় নিয়ে যাব। ঠিক করলাম বাগান বিক্রি করে দেব। কিন্তু ক্রেতা দাম বলেন উৎপাদন খরচেরও অনেক কম।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বান্দরবানে ফল

১ম পৃষ্ঠার পর

শেষে শহরে এনে ভিন্ন আঙ্গিকে বাজারজাত করলাম। তাতে কাজ দিল। তবে বাগান এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় উৎপাদন খরচ বেশি হয়। বিদ্যুৎ থাকলে এ শিল্পটি আরও এগিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল। প্রতিকূলতার মধ্যেও এখন শতভাগ রাসায়নিকমুক্ত আম বিক্রি করছি আমরা। ইতিমধ্যে সিটি করপোরেশন ও বিএসটিআইয়ের ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এ সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

তিনি জানান, বান্দরবানে এখন আমের চাষ ব্যাপক হারে হচ্ছে। কিন্তু বছর খানেক পর আম নিয়ে বিপাকে পড়বেন চাষিরা। এতে ক্ষুদ্রচাষিরা পথে বসে যাবেন। তাই সরকারি কিংবা বেসরকারি উপায়ে ফল প্রক্রিয়াজাত কারখানা গড়ে তোলা দরকার।

কৃষিভিত্তিক শিল্প নিয়ে এত দূর এলেন। নিয়ামকটা কী? বললেন, 'প্রথমত আমাদের দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত জিডিপিতে শতভাগ অবদান রাখতে পারা। আর আমার বড় পুঁজি বিশ্বস্ততা। যা দিয়ে ভবিষ্যতে আরও এগোতে চাই।'

Daily Protom Alo
Date: 27.06.2013
Alokito Chottogram

সম্ভাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নত জাতের আমের চাষ

আবুল কাসেম ভূঁইয়া

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বিদেশি উন্নতজাতের আমের সফল উৎপাদন হচ্ছে। ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ব্রাজিল ও পাকিস্তানের উন্নত জাতের আমের চাষ করা হচ্ছে। এসব বিদেশি আমের মধ্যে রয়েছে আম্রপালী, থাইডকমাই, থাইকাঁচামিঠাই, থাইস্বর্ণালী, থাই রেইনবো, থাইবানানা, থাইপ্রিমিয়াম, ব্রানগুওয়াই, মল্লিকা, ফনিয়া, হিমসাগর, প্রভৃতিজাতের আম। এসব আমের বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন। অত্যন্ত সুস্বাদু, মিষ্টি, আঁশবিহীন, আঁটিপাতলা, চামড়া পাতলা ও ঘ্রাণ লোভনীয়। এসব ভিন দেশীয় আমের উৎপাদনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আবহাওয়া ও মাটি খুবই উপযোগী। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিন দেশি আম চাষ সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয় চট্টগ্রামের অন্যতম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান কোহিনূর কামালের সঙ্গে। বিদেশি আম চাষ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল লামায় সর্বপ্রথম বিদেশি আমের চাষ শুরু করি। অনেকটা শখের বশে ২০০৪ সালের দিকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল লামায় সর্বপ্রথম বিদেশি আমের চাষ শুরু করি। প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্পপরিসরে আমের চাষ শুরু করি। পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপক ভিত্তিতে আম চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করি। বর্তমানে প্রায় একশত একর জায়গার উপর ৩২ প্রজাতির আম উৎপান্ন হচ্ছে। এর মধ্যে ১৫/১৬ প্রকারের আম বানিজ্যিক ভিত্তিতে বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

আমরা পার্বত্য অঞ্চলে বিদেশি আমের চাষ শুরু করার পর এখন অনেকেই এব্যাপারে এগিয়ে আসছেন। বর্তমানে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ছোট বড় অসংখ্য আমের বাগান গড়ে ওঠেছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে যেভাবে বিদেশি আমের চাষ হচ্ছে তাতে আম চাষের এক বিপ্লব ঘটেছে। বর্তমানে এটি একটি শিল্পে পরিণত হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে আম উৎপাদন এবং বিপণনে প্রায় ৫০ হাজার লোক নিয়োজিত আছে। ভবিষ্যতে আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে বিদেশি আম উৎপাদনে আমচাষিদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে আম উৎপাদনে প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব, দুর্গম পাহাড়ে যাতায়াতের অসুবিধা, বিদ্যুৎ সমস্যা, কৃষি ঋণের দুষ্প্রাপ্যতা, বাজারজাত করণের সমস্যা, সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব, আম প্রক্রিয়াজাত করণের ব্যবস্থার অভাব সহ বিভিন্ন সমস্যা। আম সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বছর হাজার হাজার টন আম পচে নষ্ট হয়ে যায়। এতে আম চাষিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে উন্নতজাতের বিদেশি আম উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান, স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং আম সংরক্ষণের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমাদের দেশ আম উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। উন্নত জাতের আমের জন্য বিদেশের উপর আর নির্ভর করতে হবে না। আম উৎপাদন একটি লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে আমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। এজন্য বাগানে বারোমাসী আম উৎপাদনের ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। এ ব্যাপারে থাইল্যান্ডের আম গবেষণা কেন্দ্রের সহযোগিতা নেওয়া যায়। আমাদের দেশে সম্ভবনাময় আমচাষের ব্যাপারে সরকারকে আরো উদ্যোগী হতে হবে।

● লেখক : বীমা কর্মকর্তা

Share on :

ভিয়েতনামের রেডকিং আম এখন বাংলাদেশে চাষ হচ্ছে

● আবুল কাসেম ভূইঁয়া

আমাদের দেশে দেশি আমের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতের বিদেশি আমের চাষ হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু উৎসাহী ব্যক্তি তাদের নিজস্ব বাগানে বিদেশি জাতের আমের চাষ করে সফল হয়েছেন। বিশেষ করে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে ব্যাপকভিত্তিতে বিদেশি আমের চাষ হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আমের বাগানগুলোতে ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশের আমের চারা রোপণ করে ভালো ফলন পাওয়া যাচ্ছে। এখানে প্রায় ১৫/১৬ জাতের বিদেশি আম চাষ হচ্ছে। এসব বিদেশি আমের মধ্যে সম্প্রতি ভিয়েতনামের জনপ্রিয় আম রেডকিং নতুন চমক সৃষ্টি করেছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা লামায় আম মেরিডিয়ান এগ্রো তাদের লামার পাহাড়ের বাগানের মধ্যে ভিয়েতনামের জনপ্রিয় রেডকিং আম পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করে সফল হয়। কর্তৃপক্ষ জানায় ২০১৪-১৫ সালের দিকে ভিয়েতনাম থেকে রেডকিং আমের চারা এনে রোপণ করার দুই বছর পর থেকে ফলন আসতে শুরু করে। বর্তমানে আমের মৌসুমে এসব আম গাছে প্রচুর ফলন আসছে। রেডকিং আমের আরেকটি নাম হবে মহাসেন। এই আমের বিশেষ বৈশিষ্ট হলো— দেখতে লাল রঙের সাথে বর্ণিল রঙের হয়ে থাকে। কাঁচা অবস্থায় লাল রঙের থাকে। পাকলে লাল এবং হলুদ বর্ণ ধারণ করে। রেডকিং আম খেতে বেশ সুস্বাদু এবং খুবই মিষ্টি। এর চামড়া খুব পাতলা হয়ে থাকে। এই আমে কোনো আঁশ থাকে না। আঁটি খুব পাতলা। মার্চ এপ্রিল মাসে আমের মুকুল আসে। জুন মাসে ফলন পাওয়া যায়। প্রতিটি আমের ওজন হয় ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম। প্রতিটি আম গাছ থেকে ৩০ থেকে ৪০ কেজি আম পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মাটি এবং জলবায়ু রেডকিং জাতের আম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তবে এই আম গাছের সুষ্ঠু পরিচর্যা ছাড়া ভালো ফলন আশা করা যায় না।

Daily Ittefaq
Date: 11.05.2019
Economical Page

সামিনার
এগিয়ে চলা
পৃষ্ঠা-৪

প্রথম আলো
paloctg@prothom-alo.info

আমার চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের পাঠকদের জন্য ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশিত

চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্যাটালিস্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় অতিথিদের সঙ্গে দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা

Rm~~~~
~~9i1'1C~ ~~RIC'1~
~Cb~~~~

আমার চট্টগ্রাম প্রতিবেদক

নিরাপদ মাছ ও ফল উৎপাদনে খামারিদের সচেতন হতে হবে। চাষাবাদ করতে হবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে। মাছের জন্য নিরাপদ খাদ্য ও ওষুধ ব্যবহার সম্পর্কে জানা জরুরি। একইভাবে ফল উৎপাদনে কীটনাশক ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে।

২৩ জানুয়ারি চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্যাটালিস্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। জিইসি মোড়ের মেরিডিয়ান হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে 'মানসম্মত ও নিরাপদ মাছ এবং আম উৎপাদন ও বিক্রি' শীর্ষক এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মৎস্য বিভাগের প্রকল্প পরিচালক চক্রবর্তী বিনয় কুমার। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক মো. আমিনুল হক চৌধুরী। বক্তব্য দেন বিসিএসআইআরের পরিচালক মাহমুদা খাতুন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মো. মোসলেম উদ্দিন, ফিনল্যান্ডের হেলসিনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ফেলো মুজিবুল হক মজুমদার প্রমুখ।

মেরিডিয়ান গ্রুপের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক মো. রাজিব হায়দারের পরিচালনায় কর্মশালায় ক্যাটালিস্ট ও মেরিডিয়ানের কর্মকাণ্ডবিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ক্যাটালিস্টের কর্মকর্তা নাহিন ফেরদৌস। চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের উৎপাদিত মৎস্য ও কৃষিজাত পণ্যের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন এবং মান সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন হাসানুজ্জামান ও মো. কলিম উদ্দিন। সমাপনী বক্তব্যে মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারপারসন কোহিনুর কামাল ভবিষ্যতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তাদের সেবা দেওয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন গ্রুপ অব কোম্পানি, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও সুপার শপের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

ফরমালিনের ভিড়ে নিশ্চয়তা 'আম্রপালি'তে

মেরিডিয়ানের আম্রপালি চাষ

সবুর শুভ ॥ 'আম' প্রসঙ্গ আসলেই প্রথমে অনিবার্যভাবেই চলে আসে রাজশাহীর নাম। আরেকটু বিশেষায়িত করে বললে চাপাইনবাবগঞ্জ এবং শিবগঞ্জের কথা। কারণ সারাদেশে যে পরিমাণ আম উৎপাদন হয় তার অর্ধেক হচ্ছে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। আর চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় যত আম উৎপাদিত হয় তার অর্ধেক আমের উৎপাদন শিবগঞ্জে।

উল্লেখিত এলাকাগুলোর 'আম রাজত্বে' ক'বছর ধরে কিছুটা হলেও ভাগ বসিয়েছে চট্টগ্রাম। বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় আমের উৎপাদন চট্টগ্রামকে আলোচনায় নিয়ে এসেছে। এখানকার আমের মধ্যে চট্টগ্রামসহ সারাদেশের মানুষের কাছে ইতোমধ্যেই 'আমের রাজা' হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে আম্রপালি। আম্রপালি চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান মেরিডিয়ানের নিজস্ব বাগানে উৎপাদিত।

ফরমালিনের কারণে দেশে যেখানে মধুমাসের ফল খাওয়াও দায় হয়ে ঠেকেছে। সেখানে ফরমালিন ও কারবাইডবিহীন মেরিডিয়ানের আম্রপালি 'আমের ভিন্ন আমেজ' হিসেবে বেরিয়ে এসেছে। এ কারণে এ আমের বেশ চাহিদাও রয়েছে চট্টগ্রামে।

আমের ভরা মৌসুম চলছে বর্তমানে। এটা থাকবে আরও মাস খানেক। তবে আম্রপালি আর ১৫ দিনের বেশী থাকবে না বলে জানালেন মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের উপ-ব্যবস্থাপক আবুল হোসেন। এখন বাগানে প্রচুর আমের সমাহার। আমের ভারে ছোট্ট ছোট্ট গাছগুলো নুইয়ে আছে। মাঝে মাঝে জৈষ্ঠ্য মাসের অবাধ্য বাতাসে গাছগুলোর দোল খাওয়া যেন অন্যরকম এক দৃশ্য। পাঁচ-ছয় ফুটের গাছে গাছে ডালভর্তি আম। এ রকম একটি-দুটি গাছ নয়, হাজারো। বাতাসেও মৌ মৌ করছে আমের মিষ্টি সুবাস।

মেরিডিয়ানের বাগান থেকে আম সংগ্রহ করে বাজারজাতের জন্য কার্টুন ভর্তি করা হচ্ছে

সারা বছরের পরিচর্যা শেষে ফল তোলার মোক্ষম সময় এটি। মহা আনন্দে ফল তুলছেন শ্রমিকরা। কেউ গাছ থেকে আম পাড়ছেন, কেউ খাঁচায় ভরছেন। আরেক দল আম নিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ের চূড়ার শেডে। সেখানে চলছে ধোয়া-মোছা। যেন আম নিয়ে রাজ্যের ব্যস্ততা। দম ফেলার ফুরসত নেই। কারণ তাড়াতাড়ি বিক্রি করতে না পারলে ক্ষতির সম্মুখিন হতে হবে। এই আমের রাজ্য বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের কেঁয়াজুপাড়ায়।

সরেজমিনে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া আমিরাবাদ স্টেশন থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের লামার কেঁয়াজুপাড়ায় এ বিশাল বাগানের অবস্থান। পুটিবিলা এলাকার শেষ প্রান্তে এসে তাকালে দেখা যায় থোকায় থোকায় ঝুলে থাকা আমের ডাল। কেঁয়াজুপাড়া বাজারের সাথে লাগোয়া মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের কার্যালয়। কার্যালয় থেকে মাত্র এক'শ ফুটের দূরত্বে বাগান। উঁচু-নিচু পাহাড়ে সারি সারি আমগাছ। আর তাতে ফলের বাহার। বাগান দেখভালের দায়িত্বে আছেন ব্যবস্থাপক হরিমোহন দাশ। দেখা গেছে, বাগানের প্রতিটি গাছে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (ফেরোমেন সেক্স) পদ্ধতির ব্যবহার। আমের পোকা দমনে কীটনাশক নয়, এই পদ্ধতির ওপরই বাগান কর্তৃপক্ষের ভরসা। তা ছাড়া আম গাছ থেকে তালার পর ভালোমতো মুছে হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ব্যবহার করে বাড়ানো হচ্ছে আমের আয়ুষ্কাল।

বাগানের ব্যবস্থাপক হরিমোহন দাশ জানান, উল্লেখিত ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি মূলত নির্দিষ্ট মাত্রার গরম পানি দিয়ে আম ধুয়ে নেওয়া। এতে আমের গায়ে থাকা জীবাণু মরে যায়। সহজে পচে না। গুণাগুণও থাকে অক্ষুন্ন। ফলে আমে কোনো ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার থাকে না। মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের উপ-ব্যবস্থাপক আবুল হোসেন জানান, শুধু রাসায়নিকের ব্যবহার না করার জন্য প্রতি মৌসুমে উৎপাদিত আমের ৩০ শতাংশ নষ্ট হয়। যার মূল্য দাঁড়ায় ৪০ থেকে ৪৫ লাখ টাকা। তারপরও আমাদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, আমের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য আমরা ফরমালিন কিংবা অন্যকোন রাসায়নিক দ্রব্যের ধারে কাছেও যাচ্ছি না। আবুল হোসেন জানান, গত বছরও এই সময়ে যেখানে ভেজালের ছড়াছড়ি সেখানে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেরিডিয়ান আম্রপালীতে কোন প্রকার ক্ষতিকারক কিছুই পাননি। গত ৯ জুন বিএসটিআই এর অভিযানে মেরিডিয়ানের আম্রপালী এর মধ্যে ফরমালিন ও কার্বাইড উপস্থিতি পাননি যা আম ভোক্তাদের জন্য সুখবর।

জানা গেছে, নিতান্তই শখের বশে ১৫০ একর পতিত পাহাড় নিয়ে বাগান করেন মেরিডিয়ান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম কামাল পাশা। সালটা ছিল ১৯৯৫। পতিত জঙ্গল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে একসময় তাকে বাগানের উপযোগী করা হয়। তা ছাড়া এখনকার মতো রাস্তা তো ছিল না। পদে পদে ছিল ভোগান্তি। কিছুদিন পর তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন স্ত্রী কোহিনুর কামাল। কোহিনুর কামাল চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের সফল নারি উদ্যোক্তাদের একজন। তিনি বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। স্বামী-স্ত্রী মিলে এগিয়ে চললেন। ১৯ বছরের ব্যবধানে ১৫০ একর হলো ৮০০ একর। তাঁদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে আম্রপালির চাষ। এখান থেকে প্রতিবছর চারাও বিক্রি হয়। আর তাদের বাগানের রাসায়নিকমুক্ত আমের খ্যাতি ছড়াল চট্টগ্রাম জুড়ে।

পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রেখে আম ও রাবার চাষের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে জন্য ২০১১ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি। এতে উৎসাহ আর বেড়ে যায় এ নারি উদ্যোক্তার। গ্রুপের চেয়ারম্যান কোহিনুর কামাল বলেন, শখের বশে ২০০০ সালে আমরা আম চাষ শুরু করি। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে। এ ছাড়া থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের কারিগরি সহযোগিতায় সারা বছর আম বাজারজাত করার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আমাদের সেমি-অর্গানিক বাগানকে সম্পূর্ণ অর্গানিক এ রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কোহিনূর কামাল বলেন, আমাদের প্রতি চট্টগ্রামবাসীর যে আস্থা তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

গাছের স্থায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবুল হোসেন জানান, আম্রপালির গাছে উৎপাদন ১৬ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত একই ধরনের থাকে। বাগানের বেশির ভাগ অংশজুড়ে আছে আম্রপালি জাতের আম। এই আমের আঁটি ছোট। খেতেও ভারি মিষ্টি। আম্রপালির পাশাপাশি রয়েছে মল্লিকা, রাংগুয়াই, ফনিয়া, হিমসাগর, থাই জাতের নামদকমাই, কাঁচামিঠা, ব্যানানা, সোনালি ও সুন্দরী। তবে সাড়ে ১০ হাজার আমগাছের মধ্যে আম্রপালিই আছে সাত হাজার ৩০০। এখন চলছে আম্রপালি আর মল্লিকা। ফলন সম্পর্কে জানতে চাইলে বাগান ব্যবস্থাপক জানান, এবার ১৪০ টনের বেশী হবে না।

গতবারের তুলনায় ফলন অনেক কম হবে এবার। গতবার হয়েছিল প্রায় ২শ টনের মতো। এদিকে এ আম উৎপাদনকে কেন্দ্র করে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে প্রায় ২শ জনের। আম পরিচর্যা থেকে শুরু করে একেবারে ভোক্তার হাতে তুলে দেয়া অবদি এ লোকগুলো নিরলস কাজ করে যান বলে জানালেন মেরিডিয়ান ফুডস এর সহকারী ম্যানেজার কাজী আবু মাওয়াহেব জুয়েল। এদিকে নগরীর ওয়াসা মোড়স্থ মেরিডিয়ানের বিক্রয় কেন্দ্রে গতকাল গিয়ে দেখা গেছে, এখানে ভোক্তাদের হাতে আম তুলে দেয়ার জন্য বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন কর্মীরা। এ কেন্দ্রে আমের প্যাকেটজাত থেকে একেবারের ভোক্তাদের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্তরে কাজ করছেন প্রায় ৫০ জন কর্মী।

কাজী আবু মাওয়াহেব জুয়েল আরও জানান, পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সল্পতা, পানির অপ্রতুলতা ও ব্যয় বহুলতা স্বত্বেও কেমিক্যালমুক্ত ফল বিক্রির শ্লোগান নিয়ে যারা এই কষ্ট করছেন তাদের পাশে সরকারের ভূমিকা ও পৃষ্ঠপোষকতা আশা করছি। এটা সুস্থ জাতি গঠনের খুবই দরকার। আমাদের আম সম্পূর্ণ ফরমালিন ও কার্বাইডমুক্ত। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আমাদের আম্রপালিতে ক্ষতিকারক কোন কিছুই পায়নি বলেও তিনি জানান।

কর্তৃপক্ষ জানান, এ বাগানে আমের পাশাপাশি চাষ হয় রাবারও। এ ছাড়া কাঁঠাল, লিচু, সফেদা, দারুচিনি, কাজুবাদাম, পেপে, কামরাঙা, গাব, বেল, এলাচি, থাই জামরুলও রয়েছে।

Daily Azadi
Date: 22.06.2014
Page no. 12

Dainik Purbokone চট্টগ্রাম ৪ জুলাই ২০০৯ শনিবার ২০ আষাঢ় ১৪১৬

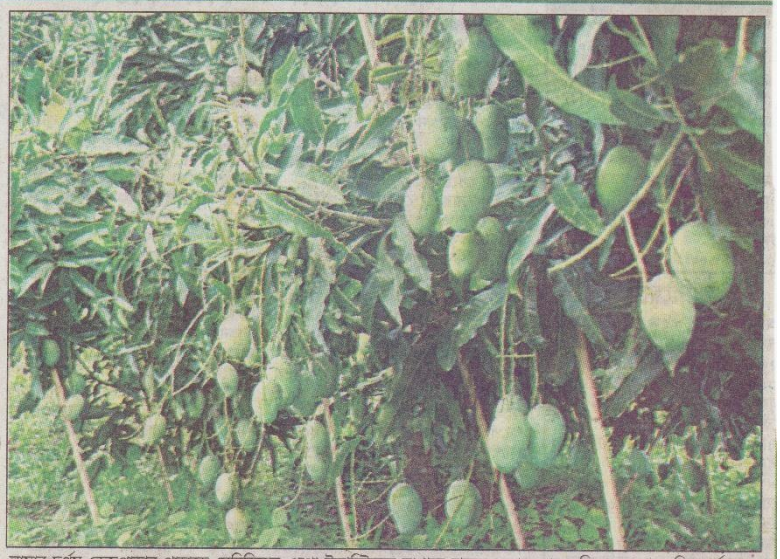

লামার দুর্গম কেজুপাড়ার পাহাড়ে মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের বাগানে ঝুলছে সুস্বাদু আম মল্লিকা ও আম্রপালি--পূর্বকোণ

দুর্গম পাহাড়ে 'আম্রপালি বিপ্লব'

শত বাধা পেরিয়ে মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক : পাহাড়ের কোলে কোলে ফলদ ও বনজ বৃক্ষ। ঝুলছে আম কাঁঠাল জামরুলসহ নানা জাতের ফল। সারি সারি পর্বতমালা। সমতল হতে ৫ থেকে ৬শ' ফুট উঁচু একেকটি পাহাড়। মাত্র ৯ বছর পূর্বেও যেখানে ছিল গহীন অরণ্য, সেখানে এখন ফলের সমারোহ। লোহাগাড়ার আমিরাবাদ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বান্দরবানের লামা উপজেলার ফেজুপাড়া। লামা সড়ক থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে এর অবস্থান। এই পাহাড়ি জনপদে গড়ে উঠেছে বিশাল বাগান। নাম মেরিডিয়াম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ। ১৯৯৭ সাল থেকে যাত্রা শুরু এই এগ্রো ইন্ডাস্ট্রির। সরকার থেকে ৪৫ বছরের জন্য ৭শ' একর পাহাড় বরাদ্দ নেয়া হয়। দুর্গম পাহাড়ের জঙ্গল পরিষ্কার করে প্রথমে লাগানো হয় রাবার গাছ। '৯৯ সাল থেকে ২০০২ সালের মধ্যে ২শ' একরে লাগানো হয় রাবার গাছ। ৩শ' একরে লাগানো হয় সেগুন, মেহগিনি, চাপালিশসহ বিভিন্ন প্রজাতির বনজ বৃক্ষ।

মূলতঃ ২০০৩ সালের জুন মাস থেকে ফলের বাগান শুরু করেন মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা এস.এম. কামাল পাশা। তিনি একশ' একর পাহাড়ে রোপণ করেন বিভিন্ন প্রজাতির আমের চারা। তন্মধ্যে ভারত থেকে আমদানি করে রোপণ করা হয় আম্রপালি ও মল্লিকা, থাইল্যান্ড থেকে আনা হয় ওকলং, ডকমাই, মান ও কাটামিঠার চারা। স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হয় সূর্যমুখী ও পনিয়ার চারা। ১শ' একরে মোট ১০ হাজার আমের চারা রোপণ করা হয়। ২০০৭ সাল থেকে আমের বাজারজাত শুরু হয়। ২০০৮ সালে ৩৫ টন আম বাজারজাত করা হয়। স্বাদে অত্যন্ত মিষ্টি এই আম চলতি বছর বাজারজাত করা হয় ৫০ টন। ফজলী আমের মত দেখতে প্রতিটি মল্লিকা আমের ওজন ৮শ' গ্রাম। স্বাদও দারুণ। ১৯৯৭ সালে লামার কেজুপাড়ায় যাওয়াই ছিল অসাধ্য। ◆ ৭ম পৃষ্ঠা ১ম কঃ

◆ ১২ পৃষ্ঠার পর

খাল ঝোপঝাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হত এই পাহাড়ি জনপদে। মাত্র ১০ বছরের ব্যবধানে আগাছা ভরা সেই পর্বতে এখন চলছে কৃষি পণ্যের বিশাল কর্মযজ্ঞ।

মেরিডিয়াম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান হচ্ছেন কোহিনূর কামাল। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস.এম. কামাল পাশা, পরিচালক সাইফুদ্দিন কামাল এবং প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন কামাল উদ্দিন।

পাহাড়ি এই অজ ভূমির কৃষি বাগান থেকে এবছর শুধু আম বিক্রি করে আয় হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। গত বছর মাল্টা ও কমলা বিক্রি করা হয় ৩ টন। রাবার বাগান থেকে প্রতিবছর রাবার বিক্রি হয় ৮০ টন। বাগানে কর্মরত আছে ২০০ লোক। তন্মধ্যে স্থানীয়ই অধিক। খাদ্যসামগ্রী বিপণনে মেরিডিয়াম দেশজুড়ে সুপরিচিত ও অনন্য। এই খাদ্যসামগ্রী বিপণন করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে মেরিডিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা এস.এম. কামাল পাশার চিন্তা-চেতনায় ঘুরপাক খেতে থাকে নিজস্ব কৃষি পণ্য বিপণনের। আমদানি নির্ভরতা থেকে রেহাই পেতে এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেন তিনি। কিন্তু পথ অত্যন্ত বন্ধুর। কৃষি বিভাগে, সরকারি বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে দিনের পর দিন ধর্ণা দিয়েও পাননি কোন সহায়তা। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। কিন্তু তিনি দমেননি। হতাশার মাঝেও চালিয়ে যেতে থাকেন কাজ।

মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামাল পাশা দুঃখ করে বলেন, সরকারি বেসরকারি ব্যাংকগুলো ট্রেডিংয়ে যেভাবে সহায়তা করছে কৃষিখাতে তার এক দশমাংশ সহায়তা করলে খাদ্য পণ্য আমদানি ব্যয় অনেক হ্রাস পেত। কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং বহুলোকের কর্মসংস্থান হতো। তিনি বলেন, মেরিডিয়াম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজে ৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

তন্মধ্যে বেসিক ব্যাংক থেকে সামান্য সহায়তা পাওয়া গেছে। অন্য কোন ব্যাংক এগিয়ে আসেনি। এছাড়া কৃষি বিভাগে কোন তথ্য পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমনকি বাগান শুরুর সময় মাটি পরীক্ষার জন্য কৃষি বিভাগের একজন লোকও যেতে রাজি হয়নি। এখন সেই পাহাড়ে ফলছে সোনার ফল।

বর্তমানে কোন সমস্যা আছে কিনা জানতে চাইলে কামাল পাশা বলেন, পানি ও বিদ্যুৎ সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। সরকার এ ব্যাপারে সহযোগিতা করলে বাগানের আরো উন্নয়ন সম্ভব হতো।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার ১৯ ফাল্গুন ১৪২০
৩ মার্চ ২০১৪
mohilaongon@gmail.com

স ফ ল না রী

একজন নারী উদ্যোক্তা কোহিনুর কামাল

● আবুল কাসেম ভুঁইয়া

একজন সফল নারী শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান কোহিনুর কামাল ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। একজন গৃহবধূ থেকে শিল্প উদ্যোক্তা হওয়ার পেছনে তার নিজস্ব একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং কঠোর শ্রম ছিল মূল চালিকাশক্তি। তার আজকের এই সফলতার পেছনে তার স্বামী বিশিষ্ট শিল্পপতি এস.এম. কামাল পাশার বিশেষ অবদান রয়েছে বলে কোহিনুর কামাল বলেন। তার আজকের এই অবস্থানে আসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি যখন এইচএসসি পাস করি তখন আমার বিয়ে হয়। স্বামীর সংসারে এসে বিশাল পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়। ঘরের বড় বউ হিসেবে আমি শ্বশুর বাড়ির সমস্ত দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করি। আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন আমার স্বামীর ব্যবসা সীমিত পর্যায়ে ছিল। পরবর্তীতে আমার স্বামীর ব্যবসার পরিধি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে আমার স্বামীর পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য একা সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আমি তার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতাম এবং পরামর্শ দিতাম। এরই মধ্যে আমার কোলজুড়ে আসে তিন পুত্র সন্তান- ডিউক, অনিক এবং আকিব। তারপর ধীরে ধীরে আমি আমার স্বামীর ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তানকে সময় দিয়ে আমি আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকি। এসবের মাঝেই আমার বাবার উপদেশ অনুযায়ী বিএ এবং মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করি। আমাদের গ্রুপের প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রামে অবস্থিত চায়নিজ হোটেল 'মেরিডিয়ান হোটেল' ছিল। তারপর মেরিডিয়ান চিপস ফ্যাক্টরি চালু করি। এরই পাশাপাশি বান্দরবান লামায় গড়ে তুলি বিশাল বাগান। যা নাকি মেরিডিয়ান এগ্রো নামে পরিচিত। প্রায় এক হাজার একর জায়গার উপর গড়ে উঠা বাগানে বিভিন্ন জাতের গাছ রয়েছে। বিশেষ করে রাবার এবং আম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করছি। বান্দরবানে গহীন পাহাড়ে উন্নত জাতের আম্রপালী আমের চাষ করে পাহাড়ী এলাকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছি। এদেশে আমরাই সর্বপ্রথম আম্রপালী আমের চাষ করি। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিতে আম্রপালী আমের চাষ হচ্ছে। আমাদের বাগানে উৎপাদিত রাবার দেশের রাবারের চাহিদা কিছুটা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। মেরিডিয়ান এগ্রোর পাশাপাশি মিরেরশ্বরাই এলাকায় মুহুরী প্রজেক্টে গড়ে তুলেছি বিশাল মাছের খামার। যা নাকি কে.কে. ফিসারিজ নামে পরিচিত। আমাদের মৎস্য খামারে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উৎপন্ন হয়। তাছাড়া আমাদের মৎস্য খামারের হ্যাচারি গড়ে তুলেছি। মৎস্য হ্যাচারিতে উৎপাদিত মাছের পোনা সারা দেশে সরবরাহ করছি। কে. কে. ফিসারিজ এন্ড হ্যাচারি গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনের জন্য ২০১১ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করে।

সব পাঠকের পূর্ণাঙ্গ দৈনিক
অর্থনীতি প্রতিদিন
20 M 2019

পার্বত্য অঞ্চলে আম্রপালি আম চাষে নতুন সম্ভাবনা

■ আবুল কাসেম ভূঁইয়া চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে উন্নত জাতের আম আম্রপালি চাষ করে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছেন স্থানীয় আমচাষিরা। আম্রপালি ভারতীয় জাতের আম। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি আম-৩ জাত হিসেবে আম্রপালিকে অবমুক্ত করে।

প্রথম পর্যায়ে এই আমের জাতের চারার সংকটের কারণে বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত থেকে ৯৬ সালের দিকে সর্বপ্রথম এই আম্রপালি আমের চারা আমদানি করে এবং কৃষক পর্যায়ে বিনামূল্যে বিতরণ করে।

আম্রপালি চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক চাষাবাদ করা হচ্ছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলোর মধ্যে বান্দরবান, লামা, খাগড়াছড়ি, রামগড়, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগে আম্রপালি আমের চাষ করা হচ্ছে। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে খামারের মালিকরা ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আম্রপালি আমের চাষ করেছেন।

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে প্রায় দুই হাজার খামারের আম্রপালি আমের চাষ করা হচ্ছে। মার্চ-এপ্রিলের দিকে আমের মুকুল আসে এবং জুন-জুলাইয়ের দিকে ফলন পাওয়া যায়। সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে চারা রোপণের তিন বছরের মধ্যে গাছে ফলন আসতে শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে গাছ ছোট থাকায় গড়ে গাছপ্রতি পাঁচ থেকে ছয় কেজি আম উৎপন্ন হয়। পর্যায়ক্রমে গাছের বর্ধনের পর গাছপ্রতি ৫০ থেকে ৬০ কেজি আম উৎপন্ন হয়।

আম্রপালি আম উৎপাদনের জন্য চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের মাটি এবং আবহাওয়া খুবই উপযোগী। আম্রপালি চাষ করে এখানকার আমচাষিরা লাভের মুখ দেখায় এখন আম্রপালি আমের চাষের ব্যাপারে অনেকেই আগ্রহী হচ্ছেন। ইতোমধ্যেই আম্রপালি আম পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

পাহাড়ে আম্রপালি আম চাষের ব্যাপারে অনেকেই আগ্রহী হলেও পাহাড়ের দরিদ্র জনসাধারণ আর্থিক সমস্যার কারণে তারা এগিয়ে আসতে পারছেন না। কারণ প্রতি একর জমিতে আম্রপালি আম চাষ করতে ৩০ হাজার

পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

ফান্ড।

পার্বত্য অঞ্চলে আম্রপালি আম

১৩ পৃষ্ঠার পর

টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু গরিব কৃষকদের কাছে টাকা না থাকায় তাদের আগ্রহ কোনো কাজে আসছে না।

আমচাষিরা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে আদা, হলুদ চাষের জন্য ব্যাংক ২% সুদে ঋণ প্রদান করছে। কিন্তু আম্রপালি আম উৎপাদনের জন্য এ ধরনের কোনো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তা ছাড়া আদা ও হলুদ চাষের কারণে পাহাড়ে ভূমি ক্ষয় হচ্ছে। কিন্তু আম্রপালি আম চাষের কারণে পাহাড়ের ভূমি ক্ষয়রোধ হচ্ছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আমের মৌসুমে ১৫-২০ হাজার টন আম্রপালি আম উৎপন্ন হচ্ছে। বর্তমানে আম্রপালি আম-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক ভিত্তিতে আম্রপালি আমের চাষ করলে দেশের আমের সংকট দূর হবে এবং বিদেশে আম রফতানি করা সম্ভব হবে। বিদেশ থেকে আম আমদানি বন্ধ হবে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল লামার কেয়াজু পাড়াতে বিশাল আমের বাগান গড়ে তুলেছে চট্টগ্রামের মেরিডিয়ান গ্রুপ। মেরিডিয়ান গ্রুপ এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম আম্রপালি আমের চাষ করে চমক সৃষ্টি করে।

এ ব্যাপারে মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান কোহিনুর কামালের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, বর্তমানে ৮০ একর জমির ওপর আম্রপালিসহ বিভিন্ন জাতের আমের চাষ করছেন। এই আমের বাগানে ১৫ হাজার আম গাছ রয়েছে। এখানে উৎপাদিত আমের মধ্যে আম্রপালি, মল্লিকা, রাংউয়াই, কাঁচামিঠা (থাই), নামডাক নাই, ফনিয়াসহ বিভিন্ন প্রজাতির আম রয়েছে। আমাদের বাগানে প্রতি বছর গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ টন আম উৎপন্ন হয়। চলতি মৌসুমে প্রায় ২০০ টন আম উৎপাদনের আশা করছেন তিনি। পাহাড়ি অঞ্চলে উৎপাদিত আমগুলো বেশ উন্নত জাতের এবং খুবই মিষ্টি। এসব আমের মধ্যে বিশেষ করে আম্রপালি আমের বৈশিষ্ট্য হলো চামড়া পাতলা, আঁশমুক্ত, আঁটি পাতলা, খুবই মিষ্টি এবং সুস্বাদু।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯

এ দেশের গণমানুষের উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় **বাণিজ্যিকভিত্তিক খামার স্থাপন**-এর মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে **চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ** উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দেশ গড়ার প্রচেষ্টায় এ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ **চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ** কে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারে ভূষিত করা হ'ল।

পুরস্কার : রৌপ্য পদক

তারিখ : ১৩-১২-২০১৪

কৃষিমন্ত্রী
ও
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল
কৃষি মন্ত্রণালয়

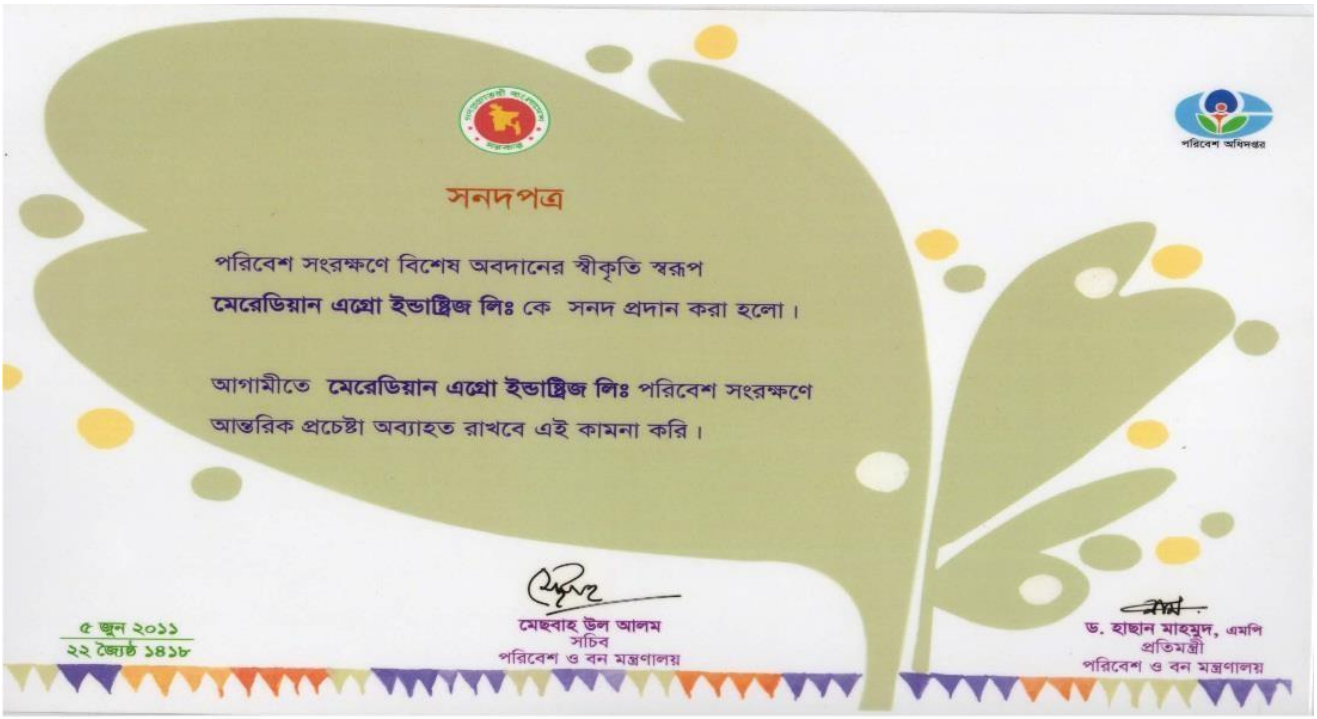

সনদপত্র

পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ
মেরেডিয়ান এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কে সনদ প্রদান করা হলো।

আগামীতে **মেরেডিয়ান এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ** পরিবেশ সংরক্ষণে
আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে এই কামনা করি।

৫ জুন ২০১১
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮

মেছবাহ উল আলম
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

ড. হাছান মাহমুদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

Certificate BD16/711040988

The management system of

Chittagong Meridian Agro Industries Limited

301, Sarai, 303 Daluchari, Keazu Para,
Lama, Bandarban, Bangladesh

has been assessed and certified as meeting the requirements of

HACCP Codex Alimentarius

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
System and Guidelines for its application
Annex to CAC/RCP-1-1969, Rev. 4 (2003)

for the following activities

Plantation of mango tree, intercultural operation, harvesting, storage and packing of Mango.

This certificate is valid from 02 November 2016 until 01 November 2019
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 17 September 2019.
Issue 1. Certified since 02 November 2016.

Authorised by

SGS Bangladesh Ltd.
110 Bir Uttam C.R. Datta Road, Dhaka-1205, Bangladesh
t: (+880 2) 9676500□f :(+880 2) 9676495. www.sgs.com

Page 1 of 1

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Certificate BD16/711040993

The management system of

Chittagong Meridian Agro Industries Limited

Muhury Project, Mirshorai, Chittagong, Bangladesh

has been assessed and certified as meeting the requirements of

HACCP Codex Alimentarius

**Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
System and Guidelines for its application
Annex to CAC/RCP-1-1969, Rev. 4 (2003)**

for the following activities

Hatching & farming of Fishes.

This certificate is valid from 03 November 2016 until 02 November 2019
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 18 September 2019.
Issue 1. Certified since 03 November 2016.

Authorised by

SGS Bangladesh Ltd.
110 Bir Uttam C.R. Datta Road, Dhaka-1205, Bangladesh
t: (+880 2) 9676500□f :(+880 2) 9676495. www.sgs.com

Page 1 of 1

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.